www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

বিরল জুভেনাইল প্রাইমারী সিসটেমিক ভাসকুলাইটিস

বিবরণ 2016

ভাসকুলাইটিস কি

ইহা কি?

ভাসকুলাইটিস হল রক্তনালীর প্রদাহ। এর অন্তর্ভূক্ত অনেক রোগ আছে। প্রাইমারী বলতে বোঝায় শুধুমাত্র রক্তনালীর রোগ। ভাসকুলাইটিস এর শ্রেনীবিন্যাস নির্ভর করে রক্তনালীর আয়তন এবং টাইপ এর উপর। এর বিভিন্ন ধরন আছে মৃদু থেকে শুরু করে জীবননাশকারী পর্যন্ত 'বিরল' বলতে বোঝায় এই ধরনের রোগ শিশুদের মধ্যে খুব কমন না।

ইহা কতটা সাধারন?

কিছু সাধারন প্রাইমারী ভাসকুলাইটিস দেখা যায় শিশুদের মধ্যে। হেনক শনলেইন পারপুরা এবং কাওয়াসাকি ডিজিস, অন্যান্যগুলো বিরল এবং সেগুলোর ক্রমবন্টন জানা নাই। মাঝে মাঝে বাবা মা রোগটা ধরার আগে নামটাই জানতো না। হেনক শনলেইন পারপুরা এবং কাওয়াসাকি ডিজিস পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই রোগের কারণ কি? এটা কি বংশগত? নাকি সংক্রামক? এটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

প্রাইমারী ভাসকুলাইটিস সাধারনত পরিবার থেকে আসেনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি পরিবারে একজনই আক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য ভাইবোন আক্রান্ত হয়না। বিভিন্ন কারনেই এই রোগটা হতে পারে। এটা মনে করা হয় যে, বিভিন্ন জীন, সংক্রামক (প্রভাবক) এবং পরিবেশগত কারনে এই রোগ হতে পারে।
এই রোগগুলো সংক্রামক নয়, প্রতিরোধ বা প্রতিকার করা যায়না, কিন্তু নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়। মানে বোঝায় রোগটা সচল থাকবেনা এবং লক্ষণগুলো চলে যাবে। এই অবস্থাকে বলে 'রেমিশন'।

ভাসকুলাইটিস এ রক্তনালীতে কি পরিবর্তন হয়?

শরীরের ইমিউনো সিস্টেম দ্বারা রক্তনালী ফুলে যাবে এবং কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জমাটকৃত রক্ত রক্তনালীতে লেগে থাকে। সম্মিলিতভাবে রক্তনালী সরু এবং বন্ধ হয়ে যায়।
প্রদাহদানকারী কোষগুলো রক্তনালীর গায়ে লেগে রক্তনালী এবং আশেপাশের টিস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। টিস্যু বায়োপসি করে আমরা তা বুঝতে পারি।

রক্তনালী লিকি হয়ে যায়, রক্তনালী থেকে ফ্লুইড আশেপাশের টিস্যুতে গিয়ে ফুলে যায়। এর ফলে এই ধরনের রোগে বিভিন্ন ধরনের র‍্যাশ এবং চামড়ার পরিবর্তন দেখা যায়।
সরু এবং বন্ধকৃত রক্তনালীতে রক্তপ্রবাহ কমে যায়, অথবা হঠাৎ করে ভেঙ্গে গিয়ে রক্তপাত হতে পারে, এতে টিস্যু ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেসব রক্তনালী ভাইটাল অঙ্গগুলোকে সাপ্লাই দেয় যেমন মস্তিষ্ক, কিডনী, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড সেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সিস্টেমিক ভাসকুলাইটিস সাধারনত প্রদাহসৃষ্টকারী বিভিন্ন উপাদান তৈরি করে, এতে জ্বর, শরীর ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ ছাড়াও, বিভিন্ন এবনরমাল পরীক্ষগারের টেস্ট যেমন- ইরাইথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট (ই.এস.আর) এবং সি রিয়্যাকটিভ প্রোটিন তৈরি করে। বড় রক্তনালীর সমস্যা আমরা এনজিওগ্রাফি করে বুঝতে পারি।